কঙ্কালীতলা সতীপীঠ

বীরভূম জেলার অন্যতম পর্যটনক্ষেত্র শান্তিনিকেতন থেকে 8 কিলোমিটার দূরে কোপাই নদীর তীরে দূরত্বে কঙ্কালীতলা। বীরভূম জেলার অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলা।এটা সতীপীঠের শেষ সতীপীঠ হিসেবে খ্যাত।

জনশ্রুতি সতীর দেহত্যাগের পর শিবের পিঠে থেকে গিয়েছিল কাঁখাল এইখানেই। বলা হয় , এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল কুণ্ড। এখানে নিমজ্জিত আছে নাকি মায়ের কাঁখাল (কটিদেশ বা কোমরের অংশ) !
এই কুণ্ডের ঈশান কোণে দেবী সতীর কাঁখাল(কটিদেশ বা কোমরের অংশ) নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করা হয়। দেবী ছাড়াও কুণ্ডে পঞ্চশিব অবস্থান । বিশ্বাস, কোমর বা কাঁখাল(কটিদেশ বা কোমরের অংশ) থেকে স্থানীয় ভাবে দেবীর নাম রয়েছে কঙ্কালী।

তবে পৌরাণিকভাবে এখানকার দেবী বেদগর্ভা নামে পরিচিত। প্রচলিত নামানুসারেই এলাকার নাম হয়েছে কঙ্কালীতলা। তন্ত্রচূড়ামতির মতে, এটি 28 নং সতীপীঠ। প্রাচীনকালে এই জায়গাটি কাঞ্চি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তন্ত্রচূড়ামনিতেও এই স্থানের উল্লেখ আছে। পীঠ নির্ণয়তন্ত্র অনুসারে এখানে সতীর অস্থি পড়েছিল, সেই কারণে এই পীঠের নাম হয় কঙ্কালীতলা।

এই শক্তিপীঠের দেবী গর্ভাদেবী নামে প্রসিদ্ধ ও ভৈরব রুরু নামে পূজিত হয়। দেবীর মন্দির সংলগ্ন একটি কুণ্ড রয়েছে। যা নাকি এটির সঙ্গে বহু মাহাত্ম্য লুকিয়ে আছে। কুণ্ডের মধ্যে কয়েকটি প্রস্থর খণ্ড আছে, যেগুলিকে সাধকরা দেবীর দেহের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করছেন।
এই প্রস্থর খণ্ডগুলি কুড়ি বছর অন্তর কুণ্ড থেকে তোলা হয়., পরে পূজার পর সেগুলিকে পুনরায় কুন্ডের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কথিত আছে, কঙ্কালীতলার কুন্ডের সঙ্গে কাশীর মনিকরনিকা ঘাটের সরাসরি সংযোগ আছে। কঙ্কালীতলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা রকম অলৌকিক ঘটনা। আবার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থে লেখা রয়েছে, এখানে সতীর কটিদেশ বা কোমরের অংশটি পড়েছিল।

ছোট্ট মন্দিরে পাথরের বেদীর ওপর সতীর কালীরূপী এই চিত্রপট। সম্প্রতি একে কাচ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। চৈত্র সংক্রান্তিতেই দেবীর মূল উৎসব হয় এখানে। সেদিন কুণ্ডেই মায়ের পুজো করা হয়। সে সময় মন্দিরকে ঘিরে মেলা বসে। এছাড়া পৌষ সংক্রান্তি ও কৌশিকী অমাবস্যাতেও খুব বড় করে পুজো হয়।কঙ্কালীতলা গুপ্ত তন্ত্রসাধনার জন্য খুবই বিখ্যাত।

কঙ্কালী মন্দিরের অবস্থান প্রকৃতির মাঝেই । মন্দিরের আশেপাশে আজও বিশাল বনস্পতির সুনিবিড় ছায়া। খানিক দূরত্বে শ্মশান। বহু তন্ত্র সাধক সাধনা করে গেছেন এই জায়গায়। এখনও এই মন্দির তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান হিসেবে খ্যাত। একদিকে যেমন এই জঙ্গলের গা ছমছমে রূপ, অন্যদিকে, মন্দির চত্বরে বসে বাউল-সাধকদের বাঁশির সুর মনকে নিয়ে যায় শান্তির নির্জনতায়। হাজারো শব্দের মায়াজালে আবদ্ধ শহুরে মন মুহূর্তে পৌঁছে যায় কোন সুদূরের পারে।

এই মন্দিরে ভক্তরা মনস্কামনা জানিয়ে দীপ জ্বেলে কুণ্ড প্রদক্ষিণ করেন। শান্তিনিকেতনে এলে এই মন্দিরে আসেন প্রায় সব দর্শনার্থীই। মায়ের পুজো দেন। সুশৃঙ্খলভাবেই দেওয়া যায় পুজো। কোনও পাণ্ডার দাপট নেই। কড়া বিধি নিয়ম নেই। মনের আনন্দে দেবীপটে হয় পুজো। সর্বনিম্ন মূল্য দিয়ে মায়ের ভোগ খাবার ব্যবস্থা এবং গাড়ি রাখার সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

Published on: Mar, 21 2023 11:27